|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৭**  **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সারা বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের প্রকোপ ও মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করছে বাংলাদেশ। এ সব দুর্যোগ জনগণের জীবনমান ও আর্থিক সামর্থ্যের ওপর বিরূপ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে, যার সরাসরি প্রভাব শিশুদের উপর নিপতিত হয়। দুর্যোগের প্রভাবে শিশুদের নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি এবং শিক্ষার অধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং স্বাভাবিক বেঁচে থাকা বাধাগ্রস্ত হয়, যা শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD) এর অঙ্গীকারের পরিপন্থী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission) হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ অভিলক্ষ্যের অন্তর্নিহিত সুর “দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস” এর মধ্যেই শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদেও শিশুদের অধিকারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন দুর্যোগের ফলে মৃত্যুর হার বিবেচনায় দেখা যায়, দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি কারণ এরাই সবচেয়ে দুর্বল ও সমাজে অবহেলিত জনগোষ্ঠী। আর তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তার ক্ষেত্রেও শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ**

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| * জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১-এ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে; * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এ শিশু নীতিমালার এই অনুচ্ছেদকে আরও সুসংহত করা হয়েছে; * এ আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। | * জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ; * উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শাখার পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; * দেশের সকল স্কুল-কলেজে বছরে কমপক্ষে একবার দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প বিষয়ে মহড়া আয়োজন; * এছাড়া, উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত মহড়ার আয়োজন; * শিশুদের শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; * শিশুদের দুর্যোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে পাঠদান করানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালন; * কাবিখা/টিআর কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় আনা এবং শিশুদের পড়ালেখায় উৎসাহিতকরণ; * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে শিশুদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান। |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত ৩ বছরে শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিগত তিন বছরে শিশুদের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে। এ প্রকল্পে বিগত তিন বছরে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৫ কোটি, ১১৫ কোটি এবং ১১০ কোটি টাকা।
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি কাবিটা/টিআর এর মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করে থাকে। প্রতি বছর এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এ দু’টি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে সোলার প্যানেলের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। সোলার প্যানেল গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ফলে গ্রামীণ জনপদে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিগত ৩ বছরে এখাত দু’টির মাধ্যমে সোলার প্যানেলে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৩৯ কোটি টাকা, ১১৫২ কোটি টাকা এবং ১২০৩ কোটি টাকা।
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে অন্যদিকে এসব আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। বিগত ৩ বছরে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০ কোটি টাকা, ১২৫ কোটি টাকা এবং ২২৫ কোটি টাকা।
* দেশের সকল স্কুল ও কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ সম্পর্কিত মহড়া অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চালু আছে। বিগত ৩ বছরে দেশের প্রতিটি স্কুল ও কলেজে একবার করে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ দিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সুফল ভোগ করে শিশুরা। বিগত ৩ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভিজিএফ, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), জিআর, নগদ সামাজিক সহায়তা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিটা) ইত্যাদি। উল্লেখ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ যার পরোক্ষ সুবিধাভোগী হচ্ছে শিশুরা। আগামি অর্থবছরেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
* হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং ক্ষুদ্র/মাঝারি আকারের ব্রীজ/কালভার্ট তৈরির ফলে গ্রামীণ রাস্তা সুগম হয়েছে, যা শিশুদের স্কুল/কলেজে যাতায়াত সহজতর করছে।
* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত মোট ৩৩৭.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্প শুরু হয়েছে যার সুবিধাভোগী হবে রোহিঙ্গা শিশুরা।

**৪.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট**  **2020-21** | **বাজেট**  **2019-20** | **প্রকৃত**  **2018-19** |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 98.72 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 64.19 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 34.53 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 32.85 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 21.36 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 11.49 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.342 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 1.887 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.114 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.628 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **33.28** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

শিশুদের সুরক্ষার অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগের সময় উদ্ধার অভিযান সমন্বয়, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ ৩৩.২৮ শতাংশ যা, সংশোধিত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২৬.৯৩ শতাংশ এবং ৩০.৬ শতাংশ।

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘**নবযাত্রা’ প্রকল্প**  ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ অংশীদারিত্বে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ও উইনরক ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় এবং আরো ৩টি বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে খুলনা জেলার দাকোপ ও কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে যেখানে ৫ বছরে ৪টি উপজেলার ৪০টি ইউনিয়নের ২,০০,৪৯৫টি পরিবারের ৮,৫৬,১১৬ জন উপকারভোগী হবে।  **প্রধান লক্ষ্য:** বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং সহনশীলতার উন্নতি সাধন।  **প্রধান উদ্দেশ্য:** গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারী মা, কিশোরী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিজনিত উন্নয়ন সাধন করা।  **লক্ষিত জনগোষ্ঠি:**  ক) ২ বছরের কম শিশু; খ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী; গ) তরুণ-তরুণী; ঘ) নারী প্রধান পরিবার, কিশোর- তরুণী (১৫-২৪ বছর) এবং ঙ) প্রতিবন্ধী।  ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি (MCHN) যার উদ্দেশ্য হলো গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিজনিত অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং কৈশোরকালীন গর্ভধারণ কমানো।  **MCHN এর মূল কার্যক্রম:**   * গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদেরকে শর্তসাপেক্ষে ১৫ মাসের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান; * মোবাইল ফোন অথবা বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক ও আচরণগত পরিবর্তনের জন্য তথ্যের আদান প্রদান; * শিশুর সঠিক বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ এবং ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর জন্য অনুপুষ্টি (MNP) সরবরাহ * মাঠ পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য কর্মীদেরকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চর্চা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান * বাস্তব সময়ে শিশুর বিকাশ পর্যবেক্ষণ (real time monitoring ও তথ্য সংরক্ষণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার (mHealth)   **২০১৭-১৮ অর্থবছরে MCHN এর অর্জন**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | কাযক্রম | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | | ২ বছরের (০-২৩ মাস) কম বয়সী শিশুকে অনুপুষ্টি প্রদান | ২৪,০৩৪ | ১৯,৭৫০ | | ২ বছরের (০-২৩ মাস) কম বয়সী শিশুর বুদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ | ৩১,৯৬৩ | ৩৫,৬৯১ | | গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাকে পুষ্টি ভাতা প্রদান | ৬,২০০ | ১৭,৪২৫ | | এনবিসিসি সেশনের মাধ্যমে গণগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ |  | ২,০৮,১৮০ | | সরকারি কর্মচারীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ১,৯২০ | ১,৮৭৮ |   Lactating Mother.jpg |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। সরকারের এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি প্রণয়নসহ জরুরী সাহায্য এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত সার্বিক কাজ পরিচালনা করে থাকে।

**শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ**

* মন্ত্রণালয় কর্তৃক এককভাবে শিশুকেন্দ্রিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র শিশুদের কথা বিবেচনা করে প্রকল্প নির্ধারণ করা;
* শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বরাদ্দের জন্য শিশুদের চাহিদার সুনির্দিষ্ট এ্যাসেসমেন্ট করা;
* মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা ।

৭.০ **শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা | * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বহুমুখী বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে; * ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণে ৫০০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ মাটির রাস্তা টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে শিশুদের স্কুলে যাবার পথ সুগম হবে; * ২০১৯-২০ অর্থবছরে দুর্যোগকালীণ শিশু-খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য পৃথক কোডে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে; * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘নবযাত্রা’ প্রকল্পের মাধ্যমে অপুষ্টি নিরসনে ল্যাকটেটিং মা/শিশুদের খাদ্য নিরাপত্তামূলক সহায়তা প্রদান প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে শিশুদের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে; * কাবিটা/টিআর কর্মসূচিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের বিষয়টি ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে যার প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থ সোলার প্যানেল স্থাপনে ব্যয় হবে, ফলশ্রুতিতে শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। * ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত মোট ৩৩৭.৮৯ কোটি টাকার “Emergency Multi-sector Rohyinga Crisis Response Project” এ 2019-20 অর্থবছরে 99 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যার সুবিধাভোগী হবে রোহিঙ্গা শিশুরা। |
| মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা | ভবিষ্যতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করে প্রকল্প দলিলে পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ শিশুদের জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা। |
| দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রণীত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত যে কোন নীতি, গাইডলাইনে শিশুদের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করা। |

**৮.০ উপসংহার**

শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি অসম্ভব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু, যাদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের মহাসড়কে আমাদের উত্তরণ সম্ভব। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হার ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট মানবসম্পদ সূচকসহ (Human Assets Index) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে যার ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগের অভিঘাত উন্নয়নের এ সাফল্যকে ব্যাহত করতে পারে। আর তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে যা তাদের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকিহ্রাসে সহায়ক হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প শিশুবান্ধব। তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের অন্যতম সুবিধাভোগী শিশুরা। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।